R. N. No. 2532/57 | Phone No. 66-228. STD 03483 | Regd. No.—WB/MSD—4

ভর্তি চলছে

মহকুমায় সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পন্থায় আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে সব বয়সের পুরুষ ও মহিলাদের শরীর সুস্থ ও সক্ষম রাখার প্রয়াসে—

হেলথ লাইন

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

(শিবাজী সংঘের সন্নিকটে)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭

(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)

ফোন ঃ ৬৬৫৬০

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই চৈত্র, বুধবার, ১৪০৫ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা

৪৫শ সংখ্যা | ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ সাল। | বার্ষিক ৪০ টাকা

প্রতিবন্ধী খড়খড়ি কি আর কোনদিন বহমান হবে ?

[খড়খড়ি হত্যার বিষয়ে বিশেষ অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদনের এ পর্বে থাকছে হত্যার ধারাবাহিক কয়েকটি পর্যায়। এ কাজের সঙ্গে জড়িত জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মৎসজীবী সমবায় ও বেসরকারী সংস্থাও। অথচ রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এ সব বিষয়ে অনেক কিছুই জানেন না। নানা জনের নানা মত এই প্রতিবেদনে।]

সরকারী ও বেসরকারী ধারাবাহিক প্রয়াসই খড়খড়িকে বন্ধ্যা করল

১৯৭৮ এ বন্যা প্রতিরোধের নামে প্রকৃতির গতিপথে সরকারী তকমা লাগিয়ে মানুষের যে হানাদারি শুরু হয়েছিল সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা তা দীর্ঘকাল ধরেই পেয়ে আসছে। আগামীদিনেও তা অব্যাহত থাকবে এ ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে। এই ধারাবাহিক অবৈধ কাজের ক্রমিক বিবরণ শুরু করতে গেলে বালিঘাটা গুজিরপুর বাঁধের পরে নদীর মধ্যে মাটির প্রাচীর দিয়ে নদীকে পুকুর বানানোর কথা উল্লেখ করতে হয়। এই পুকুরগুলির মালিক স্থানীয় মানুষরা। এরা কেউ সরাসরি, কেউ লিজের মাধ্যমে মাছ চাষের জন্য এই পুকুরগুলি ব্যবহার করেন। এর থেকে একটু এগিয়ে এলে দৃষ্টি রোধ করবে বারো থেকে চোদ্দো ফুট উঁচু একটা পাঁচিল। নদীর বুকে বাঁধ দিয়ে তার উপর পাঁচিল বানিয়ে জমি ঘিরেছেন স্থানীয় ইটভাটা মালিক ভূষণ ঘোষ। কার অনুমতিতে এই পাঁচিল এ নিয়ে প্রশাসন এখনও প্রশ্ন তোলেনি। প্রশ্ন ওঠেনি নদীর গতিপথ (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গীপুর বারের প্রবীণ আইনজীবীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ, ১৯৯৫ থেকে বিচারের বাণী নীরবে কাঁদছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ একই জমি একাধিক লোককে বিক্রী করার অভিযোগ এনে ১৯৯৫ সালে জঙ্গীপুরের প্রবীণ আইনজীবী সবিতাকুমার ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে জঙ্গীপুর এস ডি জে এম কোর্টে মামলা দায়ের করেও বাদীপক্ষ আজ পর্যন্ত কোন বিচার পাননি। দিনের পর দিন ফেলে অযথা তাঁদের হয়রান করা হচ্ছে বলে আমাদের প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ এনেছেন সাহাজাদপুরের জিল্লার রহমান। আমাদের প্রতিনিধি প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় দাতা সবিতাকুমার ব্যানার্জী পিতা রমানাথ ব্যানার্জী, রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট। তিনি শ্রীকান্তবাটী মৌজায় জে, এল নং ১৪৪, দাগ নং ৩৮৩, খতিয়ান নং ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯ এ ওয়ারিশন সূত্রে প্রাপ্ত আপস বন্টনমূলে ২০ শতক জায়গা ১৪-১১-৮৫ সালে লিখিত দলিল ১৫-১১-৮৫ সালে জঙ্গীপুর সাবরেজিষ্ট্রারী অফিসে রেজিষ্ট্রিমূলে বিক্রি করেন। যার দলিল নং ১০৬৫২ এবং ১০৬৫২। এখানে আবার ক্রেতা দুইজন (১) জিল্লার রহমান পিতা মৃত আবুল হোসেন, গ্রাম তেঘরী বর্তমানে সাহাজাদপুর। তিনি উক্ত ২০ শতক জায়গা থেকে ১০ শতক খরিদ করেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি আবদুস সামাদ পিতা মৃত মোজাম্মেল হোসেন গ্রাম সাহাজাদপুর, তিনিও উক্ত দাগ থেকে ১০ শতক জায়গা খরিদ করেন। উভয় ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখল ও নিজ নামে রেকর্ড সংশোধনও করেন। (২য় পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লক ভুয়া রেশন কার্ডে ছেয়ে গেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার একদিকে যেমন রেশন কার্ডের সমস্যা তেমনি অন্যদিকে ছড়াছড়ি। বিশেষ সমীক্ষায় দেখা গেছে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকে সেন্সাস রিপোর্ট ছাড়িয়ে অনেক বেশী রেশন কার্ড হয়ে গেছে এবং কার্ডের জন্য নিত্যনতুন মনগড়া নিয়মও তৈরী হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ নিরীহ মানুষের যেমন হয়রানি বাড়ছে তেমনি রাজনৈতিক দালালদের বাড়ছে কদর। এই সব দালালরা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরে এসে কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে ভুয়া নাম দিয়ে গাদা গাদা রেশন কার্ড করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এই সব কার্ড প্রচুর পয়সার বিনিময়ে সাধারণের জন্য (শেষ পৃষ্ঠায়)

খেলাচ্ছলে বোমা ফেটে দুই বালকের মৃত্যু

জঙ্গিপুর ঃ গত ২০ মার্চ বিকেলে গোফুরপুর বরজে তিনটি বালক বাড়ীর সামনের বাঁশঝাড়ে খেলা করছিল। সেখানে পড়ে থাকা কয়েকটি বোমাকে বল ভেবে তারা খেলতে থাকলে হঠাৎ একটি বোমা ফেটে যায়। এর ফলে ঘটনাস্থলে একজন ও বহরমপুর সদর হাসপাতালে আর একজন বালকের মৃত্যু হয়। তৃতীয় জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যায়। স্থানীয় ব্যক্তিদের বক্তব্য, গোফুরপুরে দীর্ঘদিন ধরে দুই দলের মধ্যে বিবাদ চলে আসছে। তাদেরই কেউ এই বোমা কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে লুকোতে দিয়েছিল।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, শুধু কথা বাক্য পারম্পার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।

সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন ঃ আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই চৈত্র বুধবার, ১৪০৫ সাল।

ততঃ কিম্ ?

রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু প্রশাসন বিষয়ে সময় সময় ইতিবাচক ঢক্কানিনাদ যখন শ্রুত হয়, তখন রাজ্যবাসী স্বস্তি বোধ করেন এই ভাবিয়া যে তাঁহাদের মস্তকোপরি বট-বৃক্ষের এক বিশাল স্নিগ্ধচ্ছায়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহা কল্পনার জাল বুনন ছাড়া আর কিছু নহে ; কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্নতর। জনজীবনে এক অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তি থাকিয়াই যায়। নিরাপত্তা নানাভাবে বিঘ্নিত। প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়, "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে"। কখন যে কে বা কাহারা গ্রামছাড়া, পাড়াছাড়া হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই। কোথাও কোনও খুন হইলে মৃত জীবদেহের উপর যেমন গৃধ্রাদি ঝাঁপাইয়া পড়ে, তদ্রূপ রাজনৈতিক দলসমূহ সেই মৃত ব্যক্তি তাহাদের দলের সমর্থক বলিয়া সোচ্চার হইয়া তাহার অন্ত্যেষ্টি (প্রকৃত অর্থে নহে, বনধ্-মিছিল অর্থে)-ক্রিয়া সম্পাদনে তৎপর হইয়া উঠে। মরিয়া প্রমাণ করা যায় আপন গুরুত্ব।

আজকাল পশ্চিমবঙ্গে পথে-দোকানে-ব্যাঙ্কে-বাড়ীতে-ট্রেনে-বাসে ডাকাতির রমরমা বাজার। প্রায় প্রতিদিনই ইহা ঘটিয়া চলিতেছে। পথে চলমান ট্যাক্সি বা এ্যামবাসাডারের আরোহীদিগের উপর স্কুটারারোহী অথবা অন্য কোনও এ্যামবাসাডারের আরোহীরা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া টাকা-পয়সা ছিনতাই করিতেছে ; দোকানে প্রবেশ করিয়া কোথাও টাকা, কোথাও টাকা-গহনার থলি পূর্ণ করিতেছে ; ব্যাঙ্কে পিস্তল উঁচাইয়া লক্ষাধিক টাকা লইয়া দুষ্কৃতীরা চম্পট দিতেছে ; বাড়ীতে হানা দিয়া খুন জখম করিয়া টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া যাইতেছে ; ট্রেনে-বাসে সাধারণ যাত্রী সাজিয়া সুযোগমত যাত্রীদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইতেছে। প্রয়োজনে খুন-জখমও করা হইতেছে।

ট্রেন ও বাস ডাকাতি দিনের দিন ক্রম-বর্দ্ধমান। এখানকার শিবনারায়ণ ট্রাভেল্স্ বাসে কয়েকবার ডাকাতি হইয়াছে। কলিকাতাগামী এই বাস প্রতিদিন রাত্রিতে ছাড়ে। ব্যবসায়ীরা এই বাসে কলিকাতা যান। তাঁহাদের সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ থাকে। দুষ্কৃতীরাও যাত্রী সাজিয়া এই বাসে উঠে এবং সুবিধামত জায়গায় ও সময়ে যাত্রীদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লয়। গত ২২ মার্চ রাত্রিতে এই বাসে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ডাকাতি হইয়াছে। গত ৯ মার্চ গভীর রাত্রে মোরগ্রাম রেলব্রীজের নিকট শিলিগুড়িগামী নর্থবেঙ্গল যাত্রীবাহী বাসে ডাকাতেরা যাত্রীদের বেশ কিছু টাকা ও অলঙ্কার ছিনতাই করিয়াছে বলিয়া খবর। দুর্গাপাল্লার ট্রেন এবং বাস ছাড়াও লোকাল ট্রেনগুলিতেও প্রায়ই ডাকাতির ঘটনা ঘটিতেছে।

ইত্যাকার ঘটনাসমূহ হইতে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, রাজ্যে প্রশাসনিক দৃঢ়তা যেন ক্রমশিথিল হইতেছে। শান্তিরক্ষক স্বকর্তব্য সম্পাদন করিতে পরিতেছেন না। পরিতাপের বিষয়, শাসকপক্ষ তাহা স্বীকার করিতে অথবা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে তেমন উদ্যোগী হন না আবার অধিকাংশ খুন বা ডাকাতি সম্বন্ধে তেমন উচ্চবাচ্য হয় না। জনজীবন কতটা বিপন্ন, ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। তথাপি শুনিতে হয় যে, শান্তি-শৃঙ্খলা এই রাজ্যে ঠিক আছে। ট্রেনে-বাসে জীবন বিপন্ন, গৃহস্থ স্বগৃহে বিপন্ন, দোকান-ব্যাঙ্ক বিপন্ন, অর্থভারপ্রাপ্ত সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী বিপন্ন। অতঃপর কি নানা কর্মব্যপদেশে ট্রেন ও বাসে যাতায়াত বন্ধ করিতে হইবে ?

অবশ্য রাজ্য পুলিশমন্ত্রী ট্রেন ডাকাতি বন্ধ করিবার জন্য পুনরায় নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি পূর্ব এইরকম নির্দেশ পুলিশ কর্তৃপক্ষকে দিয়াছিলেন। কিন্তু রেল-ডাকাতি থামে নাই। পুলিশদপ্তর হয়ত পথ-নির্দেশও চাহিতে পারে। কী উপায়ে রেল ডাকাতি বন্ধ করা যাইবে, তাহা পুলিশমন্ত্রীকে বোধ করি, জানাইতে হইবে। রেলযাত্রীরা তথা বাসযাত্রীরা রহিবেন স্বস্তির প্রত্যাশায়। আর অন্যত্র ডাকাতির ব্যাপারে মানুষ কি ভুগিবে হতাশায় ?

নীরবে কাঁদছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, এ্যাডভোকেট সবিতাকুমার ব্যানার্জী উক্ত ২০ শতক জায়গা এর আগে ১০/১২/৮০ সালে আর একজনকে বিক্রী করেন ক্রেতা কলিমুদ্দিন বিশ্বাস পিতা মৃত হানিফ সেখ গ্রাম হরিপুর থানা সুতী। দলিল নং ৯০০৪। এই বিক্রীর ঘটনা জিল্লার সাহেব বা আবদুস সামাদ সাহেবের জানা ছিল না। প্রথম ক্রেতা কলিমুদ্দিন সাহেব যে কোন কারণে উক্ত ২০ শতক জায়গা আবার অর্চনা হালদার স্বামী রতন হালদার মিয়াপুর কাছে ২৫/৪/৮৩ সালে বিক্রী করেন যার দলিল নং ৪০৪৪। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায় কলিমুদ্দিন সাহেব বা অর্চনা হালদার কেউই জায়গা দখলে আসেননি পরবর্তীতে অর্চনা হালদার জায়গা খরিদের সাত দিনের মাথায় তারাপদ মাঝি পিতা মৃত দেবেন্দ্র মাঝি গ্রাম মিয়াপুর কাছে ২/৫/৮৩ তারিখে বিক্রী করেন। যার রেজিষ্ট্রি দলিল নং ৪৩৩০। তারাপদ মাঝি মারা গেলে তাঁর ছেলে রেকর্ড সংশোধনের জন্য জিল্লার রহমান ও আবদুস সামাদের উপর কেস করেন। উভয় ব্যক্তি কেসের নোটিশ পাবার পর বিক্রেতা সবিতাকুমার ব্যানার্জীর কাছে গেলে তিনি তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন সব ঠিক করে দেবেন। কিন্তু বহুদিন গড়িয়ে যাবার পর সবিতাবাবু জবাব দেন, আপনারা যা পারেন করে নেন। এই পরিস্থিতিতে উভয় ব্যক্তি দিশেহারা হয়ে একের পর এক অফিস ঘুরে সংগ্রহ করেন সবিতাবাবুর অপকীর্তির প্রমাণপত্র। জানতে পারেন ২০ শতক জায়গার ইতি বৃত্তান্ত। পরবর্তীনে জঙ্গীপুর এস, ডি, জে, এম কোর্টে আই, পি, সির আণ্ডার সেকসন ৪০৬/৪২০ ধারায় তাঁরা কেস করেন। কেস নং C. R-৪৪০/৯৫। জিল্লার রহমান VS সবিতাকুমার ব্যানার্জী কেসটি ভূতুরে কায়দায় দিন পড়তে থাকে। দিনগুলি যথাক্রমে ৫/৯/৯৫, ১৮/৩/৯৬, ১৮/৬/৯৮, ১৮/৯/৯৮, ১৮/১২/৯৮, ১৬/৩/৯৯ এর তারিখটি ফর অর্ডার করে ২৩/৩/৯৯ করা হয়। বাদী পক্ষের এ্যাডভোকেট সমীরকুমার চক্রবর্ত্তী। তবে ভাবতে অবাক লাগে কেন আজ অবধি কেসটি ঝুলে আছে। এ ব্যাপারে সমীরবাবুও নীরব। তা ছাড়া কোর্ট এখন পর্যন্ত নাকি সমন দাখিলের নোটিশও বিবাদীকে করেননি। সবিতাবাবু এই কোর্টের একজন প্রবীণ আইনজীবী বলেই কি বিচারের বাণী নীরবে কাঁদছে ? এ প্রশ্ন জিল্লার রহমানের।

হেলথ্ হোমের গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সভা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৮ মার্চ স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ষ্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম, জঙ্গিপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূলতঃ মহকুমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আগামীতে একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির করা ও হেলথ্ হোমের নিজস্ব ভবন তৈরীর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। হোমের গৃহ নির্মাণকল্পে আনুমানিক চার লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষদের কাছে অর্থ সাহায্য নিয়ে গৃহ তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাত খানের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানানো হবে। এ পর্যন্ত মহকুমার ২৯টি বিদ্যালয় হোমের সদস্য।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

ফোন নং—৬৬২২৮

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

প্রতিবন্ধী খড়খড়ি (১ম পৃষ্ঠার পর)

আটকে এভাবে পাঁচিল তোলা বৈধ কি না। অথচ পাঁচিলের বয়স বেশ কয়েক বছর। এ ব্যাপারে ভূষণ ঘোষের বড় ছেলে অশোক ঘোষের বক্তব্য—১৯৬৫ সালে তাঁর বাবা ৯৪২ দাগের প্রায় ১ একর ৩১ শতক জায়গা কেনেন। তাঁর বক্তব্য নিজেদের সম্পত্তি মনে করেই রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে আমরা পাঁচিল দিয়েছি। এর পরেই রয়েছে নির্মাণ ইট ভাটা। 'তথাকথিত' নদীর ওপারে রয়েছে ইট ভাটার চিমনিসহ সমস্ত কর্মকাণ্ড। যা সর্বপ্রথম ভাটা করার সময় ছিল নদীর এপারে। গড়ে উঠেছে আধুনিক চালকল। এপারে ভাটার অফিস ঘর। নদীর মধ্য দিয়ে প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া রাস্তা। প্রতি মুহূর্তে এই রাস্তা দিয়ে ওপারে যাচ্ছে আসছে লরি, ট্রাক্টর প্রভৃতি যানবাহন। ভাটার স্বত্বাধিকারী পার্থসারথি নাথের মতে এই অঞ্চলের প্রায় জমিই সরাসরি কিংবা লিজের মাধ্যমে তাঁর সংস্থার দখলে। কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি নিয়েই তিনি এই বাঁধ দিয়েছেন। তিনি আরও জানান, গ্রীষ্মকালে এখানে আগে এমনিতেই জল থাকতো না। তার উপর গুজিরপুর বাঁধ হয়ে যাওয়ায় নদীতে জল আসাই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এই জায়গা একরকম শুকিয়ে গিয়েছিল। যাতায়াতের সুবিধার জন্য পঞ্চায়েতের অনুমতি নিয়ে মাটির এই রাস্তা তৈরী করে নেওয়া হয়েছে। বেসরকারী এই সব উদ্যোগের পাশাপাশি নদীর প্রবাহ কিছুটা বন্ধ হয়ে যাবার সুযোগে কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতও বছর ১৫ আগে নদীর উপর দিয়ে প্রথমে বাঁশের ও পরে কাঁচা মাটির রাস্তা তৈরী করে। ওপারে সোনাটিকুরী ও এপারে আমবাগান কলোনীর যোগসূত্র এই রাস্তা বছর দশেক আগে জেলা পরিষদ ৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে সংস্কার করে দিয়েছে। আইন বাঁচানোর জন্য এই পাকা মোরাম বিছানো রাস্তার তলায় দুটি হিউম পাইপ বসানো আছে। এই বিষয়ে কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আর এস পির প্রাক্তন প্রধান রাধাগোবিন্দ মণ্ডল জানিয়েছেন এই বাঁধ তৈরীতে জেলা পরিষদের অনুমোদন রয়েছে। তবে ইট ভাটাগুলির নদীর বুকে বাঁধ তৈরীর ব্যাপারে পঞ্চায়েতের অনুমতি সংক্রান্ত খবর তিনি অস্বীকার করেন। এ ধরনের কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে তিনি দাবী করেন। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বাণ দাসগুপ্ত জানান, দেউলি কলোনী থেকেও সরাসরি শহরে আসার জন্য এ ধরনের আরেকটি মোরাম রাস্তা তৈরীর প্রকল্প জেলা পরিষদ অনুমোদন করেছে। এর কাজও শুরু হবে। তবে নদীর বুকে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বাঁধ দিয়েছে বলে তিনি জানেন না। তবে পঞ্চায়েতের কাছে খোঁজ নেবার আশ্বাস তিনি দেন। খড়খড়ির বুকে সবচেয়ে উঁচু বাঁধটি রয়েছে রাম সেন সেতুর পাশে পুরোনো সেতুর নীচে। সেখানে কালোমন ও খড়খড়ির মধ্যে মাছ চাষের উদ্দেশ্যে পাকাপাকি সীমারেখা দেওয়ার কাজে বাঁশ ও মাটির প্রায় ২০ ফুট উঁচু বাঁধ তৈরী করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন জানান, অতি বৃষ্টিতে নদীতে হঠাৎ জলস্ফীতি না হলে ঐ বাঁধ টপকে জল সেতুর ওপারে যেতে পারে না। এছাড়াও নদীর বুকে শান্তিময় রায়চৌধুরীর মালিকানার জমি কিনে ১৯নং পুর ওয়ার্ডে বিশাল বিশাল বাড়ী তৈরী করেছেন অনেকেই। এর মধ্যে রয়েছে বাস মালিক সমিতির নিজস্ব ভবন। সমিতির সম্পাদক দেবীরতন চক্রবর্তী জানান—তাঁরা এই জমি কিনেই বাড়ী তৈরী করেছেন এভাবেই শহরের পাশে প্রশাসনের নাকের ডগায় একটার পর একটা বাঁধ তৈরী করে খড়খড়িতে জলপ্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যে খড়খড়িতে মাছ চাষের জন্য আগে তিন বছরের জন্য ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক লিজ দিতেন তাও গত বছর দুয়েক থেকে বন্ধ। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় অভিজ্ঞ মৎস্য ব্যবসায়ী সুবল হালদারের বক্তব্য—বাংলা ১৩৮১ থেকে ১৩৮৬ পর্যন্ত তিনি দু'বার খড়খড়ি লিজ নিয়েছিলেন। প্রথমবার কেবলমাত্র খড়খড়ি। পরেরবার খড়খড়ি ও কালোমনের লিজ পান তিনি। সে সময় কালোমনের জলে প্রচুর কচুরিপানা ছিল। নিজের উদ্যোগে কচুরীপানা সাফ করার পর এ ব্যাপারে অর্থ সাহায্যের জন্য তিনি জেলাশাসকের কাছে আবেদন করেন। এদিকে সে সময় জেলা শাসকের এক আদেশে এ সব জলা ব্যক্তিকে লিজ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় রঘুনাথগঞ্জ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিজ নেয়। তারা গত ছ'বছর আগে পর্যন্ত লিজ পেতেন। নদী সংস্কারের জন্যও তারা অর্থ সাহায্য পেয়েছেন বলে শ্রীহালদারের ধারণা। কিন্তু এই সমবায় শেষ পর্যন্ত সরকারের পাওনা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা নাকি মিটিয়ে দেয়নি। এ নিয়ে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে বর্তমানে কয়েকটি মামলা চলছে। এদিকে প্রতাপপুর বাহাদিনগরের ৩১জন মৎস্যজীবীও একটি সমবায় খোলেন। এই বিষয় নিয়েও একটি মামলা চলছে। গত ছ'বছর ধরে ডাক না হওয়া খড়খড়ি অতিরিক্ত জেলা শাসকের অধীন জেলার অন্যান্য জলাগুলির মতোই মুর্শিদাবাদ জেলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিজ নিয়েছেন। তারা বিভিন্ন অংশে স্বল্প সময়ের জন্য সাব লিজ দিচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। খড়খড়িকে কেন্দ্র করে মহকুমাতে যে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক মীর সামসুদ্দিন আলী জানিয়েছেন, তিনি এ ব্লকে নতুন এসেছেন। এ নদীতে কোথাও কোনো বাঁধ আছে কি না তাঁর জানা নেই। তবে নদীর গতিপথ রোধ করে কোন সংস্থা, ব্যক্তি বা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বাঁধ দেওয়া বেআইনী বলে তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও বিডিও'র নজর রাখার কথা। তাঁরা এ কাজে বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যানের ব্যাপারে কোনো সাহায্য চাইলে তা তিনি করতে পারেন। তবে রঘুনাথগঞ্জ ১নং বিডিও জানান, জেলাপরিষদের দুটি প্রকল্প আছে। একটিতে বাঁধ আছে, আরেকটি হবে। সে কাজে সরকারী অনুমোদন রয়েছে। যাই হোক, সরকারী উদ্যোগে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কখনও কখনও তাঁদের উদাসীনতার সুযোগে খড়খড়ি নামের জলধারার পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়েছে। যে বন্যার হাত থেকে শহর বাঁচাবার জন্য ১৯৭৮ এ গুজিরপুরের বাঁধের মাধ্যমে এই কাজের সূত্রপাত তার পরিণতিতে অত্যধিক বর্ষার সময় রঘুনাথগঞ্জ শহরের বাড়তি জল বেরিয়ে যাবার প্রধান মাধ্যম খড়খড়ি ক্রমশঃই পানাপুকুর ও জনপদে পরিণত হচ্ছে। এরই পরিণতিতে শহর যে আগামী দিনে অতিবৃষ্টিতে জলের তলায় ভাসবে তা বলাই বাহুল্য।

ফোন ঃ ৬৬৮০৮/৬৪৫৭৩

মেসার্স সি. সি. এণ্টারপ্রাইজ

জে, কে, টায়ার কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

(এখানে জে, কে, টায়ার কোম্পানীর বাস, ট্রাক ও সকলপ্রকার যানবাহনের টায়ার বিক্রয় করা হয়)

অফিস ঃ নূতন বাসষ্ট্যান্ডের নিকট মুর্শিদাবাদ জেলা বাস মালিক সমিতির পার্শ্বে দেবীরতন চক্রবর্তীর বাড়ীর নীচে।

জঙ্গিপুর কলেজের নতুন অধ্যক্ষকে শর্তারোপ করা হল

জঙ্গিপুরঃ স্থানীয় কলেজে শুকরানা মন্ডল নামে মেদিনীপুর কলেজের জনৈক অধ্যাপক অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পাচ্ছেন বলে জানা যায়। গত ১৫ মার্চ কলেজ গভর্নিং বডির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা বসে সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের বাসভবনে। সভার অন্যতম বিষয় ছিল কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগ প্রসঙ্গ। জানা যায় শ্রীমন্ডলকে কলেজের অধ্যক্ষ পদে আসতে গেলে স্থায়ীভাবে কলেজ হোস্টেলে থাকতে হবে—এই শর্ত আরোপ করা হয়। ঐ দিন সভার লক্ষ্যণীয় বিষয়, গভর্নিং বডির সমস্ত সদস্যই হাজির ছিলেন, যা সাধারণতঃ দেখা যায় না। আগামী ১ এপ্রিল শ্রীমন্ডল জঙ্গিপুর কলেজে যোগদানের জন্য আসছেন বলে জানা যায়।

ব্যারেজের চিত্তরঞ্জন মার্কেটে বন্ধ

ফরাক্কাঃ গত ১২ মার্চ স্থানীয় চিত্তরঞ্জন মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতি ব্যারেজের কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর প্রতিবাদে ১২ ঘন্টার বন্ধ ডাকেন। জানা যায় ১৯৮৫ সালে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ চিত্তরঞ্জন মার্কেটের ২৫০টি দোকানের মধ্যে ছোটগুলোর জন্য ১৫ টাকা এবং বড় ঘরের জন্য ২০ টাকা ভাড়া নির্ধারণ করে। ১৯৯৩ সালে ঐ ভাড়া বাড়িয়ে ৩০ এবং ৩৫ টাকা করা হয়। বর্তমানে এই ভাড়া দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৬০ এবং ৭০ টাকা করা হয়। উল্লেখ্য ১৯৮৫ সালে লটারীর মাধ্যমে জায়গা পেয়ে নিজ ব্যয়ে ব্যবসায়ীরা ঘর তৈরী করে নেন।

ভুয়া রেশন কার্ডে ছেয়ে গেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিক্রীও হচ্ছে। এছাড়া প্রভাবশালী অনেক নেতাদের কাছে প্রচুর ফাঁকা রেশন কার্ডও রয়ে গেছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলেই এর আসল রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে বলে ঐ অঞ্চলের প্রকৃত রেশন কার্ডে বঞ্চিত মানুষেরা দাবী করেন।

বাড়ী বিক্রয়

ফুলতলা মসজিদের এবং রায় নার্শারীর বিপরীতে একটি বড় দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় হইবে। যোগাযোগের ঠিকানা—

অনুপ চক্রবর্তী (কৈলাশ)
৩৩০, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা-৫৫
টেলিফোন নং ঃ ০৩৩-৫৫০৬:৪১

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জের মূল বাজারের নিকট ৬ শতক জমির উপর একটি দোতলা বাড়ী বিক্রয় আছে। মোট ঘরের সংখ্যা ১৭টি। তার মধ্যে ৬টি ঘর ব্যবসা ও দোকানের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

মৃণাল ব্যানার্জী (এ্যাডভোকেট)
বাজারপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—
রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%
✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ গনের বছর যাবৎ নিয়োজিত
✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)
প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)
এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিণ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত,মুদ্রিত ও প্রকাশিত।